আজকাল সুস্থ

March, 2011

ক্যানভাস

সামান্য দাগও হাওয়া!

ডাঃ অরিন্দম সরকার

জন্মগত ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঠোঁটের ফাটল ও তালুর ফাটল নিয়ে আলোচনা করেছি। এবারে প্রথমে আরও দুটি জন্মগত বিকৃতি নিয়ে আলোচনা করার পরে আঘাতজনিত কাটা বা পুরনো দাগ কীভাবে সারানো যায়, তা জানাব।

কানের পাতা কাটা বা ছোট কান

অনেক সময় সদ্যোজাত শিশুর কানের পাতা কাটা থাকে বা কানের আকার ছোট হয়।

সুরাহা:- কসমেটিক সার্জারির মাধ্যমে একজন প্লাস্টিক সার্জেন এ ধরনের ত্রুটি খুব সহজে দূর করতে পারেন। অস্ত্রোপচার হয়ে যাওয়ার পরে কানে কোনওরকম কাটা দাগ দেখা যায় না।

কবে:- মানুষের কানের বৃদ্ধি ছ'বছর বয়স পর্যন্ত চলতে থাকে। তাই জন্মগতভাবে কানের পাতা কাটা থাকলে বা কান ছোট হলে শিশুর ছয় বছর বয়স হলে বা তারও কিছুদিন পরে অপারেশন করা বাঞ্ছনীয়।

কীভাবে অস্ত্রোপচার:- প্রথাগত পদ্ধতি ব্যবহার করে এ অস্ত্রোপচার দু'বারে করা হয়। প্রথমবার অস্ত্রোপচারের পরে ছয় মাসের একটি ব্যবধান রাখা হয়। তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে অনেক সময় অস্ত্রোপচারটি একবারেও করা হচ্ছে। প্রথাগত বা আধুনিক যে পদ্ধতিতেই অস্ত্রোপচার করা হোক না কেন কানের কার্টিলেজ বা তরুণাস্থির ফ্রেম বুকের কার্টিলেজ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে কাজ করা হয়। তার পরে সংগৃহীত কার্টিলেজটিকে কানের চামড়ার নিচে প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে ছয় মাস পরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের অস্ত্রোপচার সারা হয়। আধুনিক ব্যবস্থায় কার্টিলেজের জায়গায় সিলিকন ফ্রেম ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু এর ব্যবহারে কিছু কিছু সমস্যা হয়। তাই এ পদ্ধতি এখনও তেমন জনপ্রিয় হয়নি।

চোখের পাতা কাটা

চোখের ওপরের বা নিচের পাতা জন্মগতভাবে কাটা হতে পারে। কাটার পরিমাণ কম হলে সরাসরি প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে সুরাহা করা যায়। তবে বেশি হলে ফ্ল্যাপ সার্জারির সাহায্য নিতে হয়।

আঘাতজনিত কাটা

এতক্ষণ জন্মগত ত্রুটিজনিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু কিছু কিছু বিকৃতি, বিশেষ করে বাচ্চাদের, আঘাতের কারণেও হতে পারে। এ ছাড়া পুরনো দাগ বা স্কার যে আমাদের সৌন্দর্যের পক্ষে হানিকর তা সবাই মানবেন। সৌন্দর্য সচেতন প্রতিটি মানুষ এ ধরনের কাটা দাগ নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগেন। আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্য নিয়ে এসব দাগ কিন্তু খুব সহজেই নির্মূল করা যায়। সে সব নিয়েই আমাদের পরবর্তী আলোচনা। আঘাতজনিত কাটা দাগ আবার নানারকম হতে পারে। যেমন–

- **মুখের বাইরের কাটা:** নানা কারণে আমাদের মুখের বাইরে কাটা দাগের সৃষ্টি হয় যা শেষ পর্যন্ত সৌন্দর্যের পক্ষে হানিকর।

যা করা উচিত:- মুখের বাইরে যে কোনও অংশ কেটে গেলে ক্ষতস্থানটি খুব ভাল করে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

সেলাই:- রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে চামড়ার নিচে একটি সেলাই এবং চামড়ার ওপরে খুব সরু সুতো দিয়ে অন্য আর একটি সেলাই করা দরকার। এই সেলাই কোনও প্লাস্টিক সার্জেনকে দিয়ে করালে সবচেয়ে ভাল হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু চামড়ার নিচে সেলাই করে ওপরের অংশ অ্যাডহেসিভ গ্লু বা আঠাও লাগানো হয়। এক্ষেত্রে বাইরে কোনও সেলাই থাকে না। তাই সামান্যতম দাগ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাও দূর হয়।

সেলাই কাটা:- সাধারণত চার-পাঁচ দিনের মাথায় সেলাই কেটে ক্ষতস্থানে এক ধরনের আঠাযুক্ত কাগজ লাগিয়ে দেওয়া হয়।

(চলবে)

সহায়তা: **কৌশিক রায়**

ডাঃ অরিন্দম সরকার এম এস, এম সি এইচ (প্লাস্টিক সার্জারি)। প্রখ্যাত **কনসালট্যান্ট কসমেটিক ও প্লাস্টিক সার্জেন**। কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতাল ও আই পি জি এম ই অ্যান্ড আর-এ প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। এ ছাড়া তিনি ভিজিটিং প্লাস্টিক সার্জেন হিসেবে এ এম আর আই, ঢাকুরিয়া কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। ডাঃ সরকার দেশের নানা প্রান্তের আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হন। তা ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নানা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত গবেষণাধর্মী লেখা লিখে থাকেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্নাতক ডাঃ সরকার একজন জাতীয় মেধা বৃত্তি প্রাপক। তিনি অ্যাসোসিয়েশন অফ প্লাস্টিক সার্জেনস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভূতপূর্ব সম্পাদক ও বর্তমান কোষাধ্যক্ষ। তাঁকে একান্তে পাবেন **কসমেটিক অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি সেন্টার**, ৩৭বি, ল্যান্সডাউন টেরাস, কলকাতা-৭০০ ০২৬ (দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ন্যাশনাল হাই স্কুল ফর গার্লসের পেছনে) ঠিকানায়। যোগাযোগ: **৯৮৩০৬-৪৫৭০৫**। জরুরি ক্ষেত্রে ফোন: **৯৮৩১১-৮৭৫৫৭**। ই-মেল: doctor.asarkar@gmail.com। তাঁর চমৎকার ওয়েবসাইট রয়েছে। লগ অন করুন: www.arindamsarkar.in